Punish polluters of Buriganga

Demand green activists

STAFF CORRESPONDENT

Green activists yesterday at a rally demanded exemplary punishment to encroachers and polluters of the river Buriganga and the people responsible for illegal demarcation of rivers.

They also urged the authorities concerned to demarcate the rivers according to Cadastral Survey (CS) following satellite map.

Save the Environment Movement organised the rally on boats on the river Buriganga yesterday, says a press release.

Speakers at the rally said the pillars have been set up inside the rivers to stop river grabbing that will pave the way for encroaching on the rivers more.

They reiterated their earlier demands for setting up an effective and strong river commission to stop encroachment.

The illegal structures built on the river should be evicted immediately.

Save the Environment Movement Chairman Abu Naser Khan, columnist Syed Abul Moksud and Green Mind Society President Amir Hasan participated in the rally.

Local people of Ward No-69 in the old city stage a demonstration yesterday demanding protection of Kayettuly Water Pump and its playground. PHOTO: STAR

Under-trial prisoner dies at CMCH

OUR CORRESPONDENT, *Ctg*

An under-trial prisoner of Chittagong Central Jail died at Chittagong Medical College Hospital (CMCH) on Thursday.

Jail sources said Mohammad Islam, 24, was suffering from some complicated diseases, including lever failure and urinary tract disorder.

He was under treatment in the jail hospital. He was sent to CMCH on Thursday as his condition deteriorated where he died after a short while, sources said.

QULKHAWANI

Former Head Mistress, Motijheel T.N.T. High School, Mrs. Saleha Begum (74), wife of Mr. Selahuddin Ahmed, former General Manager, Bangladesh Krishi Bank breathed her last on Thursday late evening (Innalillahe Wa Innalillahe Rajeun). The Qulkhawani of the deceased will be held on Saturday, 23 April 2011 after Asr prayers at Uttara Sector 3 Jaame Mosque. She is survived by her husband, two daughters and three sons. Relatives, friends and well wishers are requested to attend the doa mehfil to pray for her eternal peace.

Fareha Zeba, Saqueba Deeba
Mahtabuddin Ahmed, Saud Ahmed
Saad Ahmad

MAIMING LIMON

Fair probe demanded

OUR CORRESPONDENT, *Barisal*

Barisal City Corporation Mayor Advocate Shawkat Hossain Hiron yesterday asked the government to monitor and ensure investigation on the incident in which college student Limon became disabled in a Rab shoot-out.

He was addressing as the chief guest at an exchange of views on the role of police in a democratic society at Celebration Point auditorium in the city.

Bangladesh Legal Aid Services Trust (Blast) in cooperation with Nagorik Udyog (Citizen Initiative) and Commonwealth Human Rights Initiative, Delhi, jointly organised the programme. Representatives from different public and private sectors including local government representatives spoke at the meeting.

Abdul Gaffar Khan, former president Blast Barisal unit, presided over the programme.

Khalilur Rahman, coordinator of Blast Barisal unit; Mohammad Altaf Hossain, chief judicial magistrate; Dr Abdur Rahim, deputy inspector general (DIG) of police Barisal range; Devdas Bhattacharjee, district police super; and Ezaz Ahmed, deputy police commissioner Barisal Metropolitan Police; spoke.

Sara Hossain, honorary director of Blast, Devyani Srivastava, consultant, Police Reform in South Asia; Muminunnessa, UNDP national consultant for victim support and police reform project; also spoke.

আমনুরা ৫০ মেগাওয়াট রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর
মেশিনারী স্থাপনের কাজ শুভ উদ্বোধন করবেন
শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তারিখঃ ২৩শে এপ্রিল, ২০১১

প্ল্যান্ট মডেল (STX-Niigata Engine)

SINHA
সিনহা পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড
SINHA POWER GENERATION COMPANY LTD.

কোম্পানী পরিচিতি

সিনহা পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (এসপিজিসিএল):
সিন্‌হা পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (এসপিজিসিএল) সিন্‌হা গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। বস্তত ওপেক্স- সিন্‌হা গ্রুপ ও সিন্‌হা- মেডলার গ্রুপ যৌথভাবে সিনহা গ্রুপ নামে পরিচিত। এই গ্রুপ বস্ত্র, তৈরী পোষাক, তথ্য প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ, নির্মাণ শিল্প, খাদ্য ও কৃষি, ইত্যাদি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং ব্যাঙ্ক এশিয়া, লাফার্জ সিমেন্ট- এর অন্যতম উদ্যোক্তা। এই গ্রুপে প্রায় ৫৫হাজার দক্ষ, প্রায়- দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক- কর্মচারী- কর্মকর্তা কর্মরত। সিনহা গ্রুপ দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে সরকারের সাথে কাঁধ মিলিয়ে উদ্যোগী ভূমিকা পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আমনুরা ৫০ মেগাওয়াট রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট:
প্রকল্পস্থল উত্তরাঞ্চলীয় জেলা চাপাই নবাবগঞ্জের আমনুরা রেলওয়ে জংশনের নিকটবর্তী। এই রেলওয়ে জংশন বিভাগীয় সদর দপ্তর রাজশাহীকে নবাবগঞ্জ জেলা শহর এবং ভারত- সীমান্তবর্তী রোহনপুর রেলস্টেশনের সাথে যুক্ত করেছে। উর্বর ভূমি সমৃদ্ধ চাপাই জেলার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। ধান প্রধান শস্য হবার সুবাদে এই অঞ্চলে প্রচুর চালকল স্থাপিত হয়েছে যেগুলো থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নত মানের চালের যোগান দেয়া হয়। এই জেলা জিভে- জল- আনা সুমিষ্ট আমের জন্যও বিখ্যাত। তবে কৃষিপণ্যাদির প্রতুলতা সত্ত্বেও এই জেলায় শিল্পায়ন শূন্যের কোঠায়। এর প্রধান কারণ বিদ্যুৎ- স্বল্পতা। উল্লেখ্য, শিল্পায়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রাপ্তি অন্যতম পূর্বশর্ত। এই জেলায় সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং জেলাটি বিদ্যুতের জন্য পুরোপুরি জাতীয় গ্রীডের ওপর নির্ভরশীল যা এই অঞ্চলের চাহিদা সর্বাংশে পূরণে সক্ষম নয়। বিদ্যুতের অভাবে বিশেষতঃ গ্রীষ্ম মৌসুমে সেচ ব্যবস্থা ব্যহত হচ্ছে যা সার্বিক কৃষি উৎপাদনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার দ্রুততার সাথে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রটি সহসাই চালু হলে এই অঞ্চলের কৃষি- নির্ভর আর্থ- সামাজিক ব্যবস্থায় লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আসবে, কর্ম সংস্থানের সুযোগ হবে এবং সর্বোপরি জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

অভিষ্ঠ লক্ষ্যঃ
বর্তমান সরকারের অভিষ্ঠ লক্ষ্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলা করা। এই মহতী পরিকল্পনার সাথে যুক্ত হতে পেরে সিন্‌হা পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড আনন্দিত। দেশের উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ খাতে অবদান রাখার জন্য সিন্‌হা গ্রুপ সদা সচেষ্ট।

প্রকল্প পরিচিতি
প্রকল্পের নামঃ আমনুরা ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র
বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানঃ সিনহা পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ ১৫ই জুলাই, ২০১০
বাস্তবায়ন সময়ঃ ২৭০ দিন
বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১১
মোট উৎপাদন ক্ষমতাঃ ৫০ মেগাওয়াট
জ্বালানীঃ হেভি ফুয়েল অয়েল (HFO)

প্রকল্পের ছবিঃ

বিদ্যুৎ খাতের অগ্রগতি

বর্তমান বিদ্যুৎ খাত

উৎপাদন ক্ষমতা	৬২০৮ মেগাওয়াট
বর্তমান চাহিদা	৬০০০ মেগাওয়াট
বর্তমান উৎপাদন	৪২০০-৪৬০০ মেগাওয়াট
সর্বোচ্চ উৎপাদন (২০ আগষ্ট, ২০১০)	৪৬৯৯ মেগাওয়াট
সঞ্চালন লাইন (২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি)	৮৫০০ কিলোমিটার
বিতরণ লাইন (সর্বোচ্চ ৩৩ কেভি পর্যন্ত)	২,৭০,০০০ কিলোমিটার
গ্রাহক সংখ্যা	১ কোটি ২০ লক্ষ
বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার	৪৯ %
মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন	২৩৬ কিলোওয়াট ঘন্টা

বিদ্যুৎ উৎপাদন

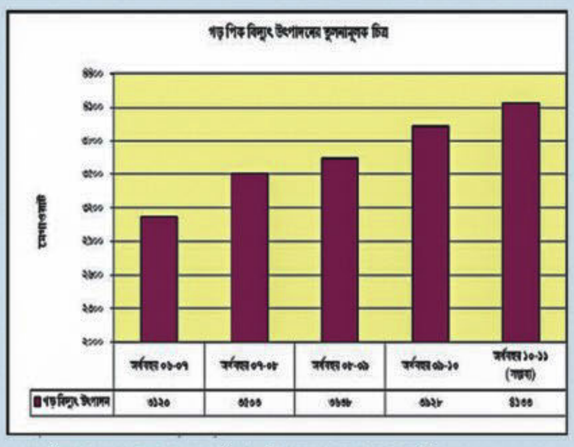

অর্থবছর ২০০৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত গড় পিক জেনারেশন (মেগাওয়াট)

জানুয়ারী ২০০৯ থেকে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত নূতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন
- নূতন ২২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কমিশনিং হয়েছে
- এগুলোর মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৪০৩ মেগাওয়াট
- গ্যাস ভিত্তিক ৭৩৬ মেগাওয়াট এবং তেল ভিত্তিক ৬৬৭ মেগাওয়াট

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরন	চুক্তির সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
১।	রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩	২৬৫
২।	কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৬	১৪৮৮
৩।	সরকারী	১৬	১৫৮৪
	মোট	৩৫	৩৩৩৭

জানুয়ারী ২০০৯ থেকে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত নূতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষর
- এ পর্যন্ত ৩৩৩৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ৩৫টি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে
- ইতোমধ্যে ৬৮২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬টি কেন্দ্র উৎপাদন শুরু করেছে
- বাকী ২৬৫৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৯টি প্রকল্প নির্মাণাধীন রয়েছে
- জানুয়ারী' ১১ থেকে ডিসেম্বর' ১১ পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারীখাতে কমিশনিং হয়েছে এবং হবে এ ধরণের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হলোঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)
১।	জানুয়ারী'১১- মার্চ'১১	৩	২৭২
২।	এপ্রিল'১১ - জুন'১১	১৩	১০২৪
৩।	জুলাই' ১১- ডিসেম্বর'১১	১১	৮৯৮
	মোট	২৭	২১৯৪

টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরন	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
০১।	বেসরকারী	৩০	৪০০৬
০২।	সরকারী	৪	১০৪০
	মোট	৩৪	৫০৪৬

- টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ৫০৪৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৪টি প্রকল্প
- এর মধ্যে প্রায় ১৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬টি আইপিপি প্রকল্পের LOI দেয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে
- আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে সবগুলোর চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হবে

২০১৬ পর্যন্ত সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদা

বছর	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
সম্ভাব্য চাহিদা (মেঃ ওঃ)	৬৭৬৫	৭৫১৮	৮৩৪৯	৯২৬৮	১০২৮৩	১১৪০৫
সম্ভাব্য সরবরাহ (মেঃ ওঃ)	৫৯৪৫	৭৫৭৫	৯৫৭৮	১০৪৯১	১২১৯৭	১৩৫৫৪

- ২০১২ সালে লোড শেডিং সহনীয় পর্যায়ে থাকবে
- ২০১৩ সাল থেকে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ যথেষ্ট হবে

বিকল্প জ্বালানি
- বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন গ্যাস নির্ভর - ২০১০ অর্থবছরে গ্যাস ভিত্তিক উৎপাদন ৮৯%
- গ্যাস সংকটের প্রেক্ষাপটে জ্বালানির বহুমুখীকরণ জরুরী হয়ে পড়েছে
- ২০১১ অর্থবছরের আট মাসে তেল ভিত্তিক উৎপাদন ৫% থেকে বেড়ে ১১% এ দাঁড়িয়েছে
- ২০১৩ পর্যন্ত তেল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং ২০১৫-২০১৬ থেকে কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হলে তেল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান কমে আসবে

বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়ন
- ২০১০-২০১৬ পর্যন্ত ১৪৭৭৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
- এ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রায় ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে

সঞ্চালন ও বিতরণ
- উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সিলেট-কালিয়াকৈর, চট্টগ্রাম-মেঘনাঘাট, খুলনা-আমিনবাজার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এর পরিকল্পনা করা হয়েছে
- বাংলাদেশ-ভারত ৪০০ কেভি আন্তঃ সংযোগ লাইন ও HVDC উপকেন্দ্র নির্মাণ শুরু হয়েছে
- উৎপাদন ও সঞ্চালনের সাথে সমন্বয় করে বিতরণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন চলছে
- বিতরণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে

উৎপাদন খরচ
- জ্বালানি হিসেবে তেলের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে বিদ্যুৎ এর উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে

প্রকাশনায় ঃ
বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়